কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
সহকারী পরিচালক (দাখিল ও এবতেদায়ী মাদরাসা
www.dme.gov.bd
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-০৩, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

স্মারক নম্বর: ৫৭.২৫.০০০০..০০৪.০২.০০৭.১৬.১৫৬

তারিখ: ৫ পৌষ ১৪২৪
১৯ ডিসেম্বর ২০১৭

বিষয়: **সুপার পদে নিয়োগ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ না করায় কর্তব্যকর্মে অবহেলার কারণ দর্শানো প্রসঙ্গে**

সূত্র: (১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শিম/শাঃ২৪/বিবিধ-২-৮/২০০৮ (অংশ)/২৭৪, তারিখ: ০৯.০৯.২০১৫খ্রি.
(২) মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং ৫৭.২৫.০০০০.০০৪.০২.০২৩.১৬-১৫৩, তারিখ: ০৭.০৩.২০১৭ খ্রি.
(৩) মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং ৫৭.২৫.০০০০.০০৩.০২.০১৬.১৭ (নিয়োগ) -৬৩৮, তারিখ: ০৪.০৯.২০১৭খ্রি.
(৪) মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং ৫৭.২৫.০০০০.০০৪.০২.০২৩.১৬-০৫০১, তারিখ: ১৯.১০.২০১৭খ্রি.
(৫) আল-কারীমুল বারী রহমানিয়া দাখিল মাদরাসার ৯৫.১১.২০১৭খ্রি. তারিখের পত্র (স্মারকবিহীন)

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মহোদয়ের মাদরাসায় নিয়োগ প্রক্রিয়া গ্রহণ না করে, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক তথ্য চাওয়ার কারণে উক্ত আল-কারীমুল বারী রহমানিয়া দাখিল মাদরসার ভারপ্রাপ্ত সুপার কর্তৃক প্রদত্ত জবাব এবং উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা নিম্নরূপ:

মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য	মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা
ক) ০৬.০৩.১৭ তারিখে ডিজির প্রতিনিধি প্রাপ্তির আবেদনের পূর্বে ১৬ বছর যাবৎ পদটি শূণ্য রহিয়াছে। মামলা জণিত জটিলতায় পদটি পূরণ করা হয়নি।	ক) সুপার পদটি ১৬ বছর যাবৎ শূণ্য থাকা অস্বাভাকি বিষয়। সুপার (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে ১৬ বছর থাকাও বান্ছনীয় নয়। প্রদত্ত জবাব থেকে দেখা যায় যে, মামলা শেষ হয়েছে ১৫.১০.২০১৫খ্রি. তারিখে। উক্ত তারিখ থেকেও দুই বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে। তথাপি সুপার নিয়োগের কোন উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়, যা দায়িত্বে চরম অবহেলার প্রকাশ। দীর্ঘ সময় ধরে সুপারের দায়িত্ব বহাল থাকার উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ ধরনের মানসিকতা প্রতিষ্ঠানের লেখা পড়ার পরিবেশকে ধংসের দিকে নিয়ে যায়। কাজেই, এ বিষয়ে জরূরী ভিত্তেতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
খ) সুপারের পদটি দীর্ঘদিন শূণ্য থাকরেও প্রাশসনিক ও একাডেমিক দিকে কোন সমস্যা হয়নি।	খ) সুপারের পদটি দীর্ঘ দিন যাবৎ শূণ্য থাকায় প্রশাসনিক ও একাডেমিক কোন সমস্যা না হলে, কীভাবে সুপারের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালিত হচ্ছে? পদটি শূণ্য থাকলে যদি দীর্ঘ ১৬ বছরেও কোন সমস্যা না হয়, তা হলে এই পদটির প্রয়োজনীয়তা কী? কি কারণে পদটিতে নিয়োগের জন্য ডিজির প্রতিনিধির জন্য আবেদন করা হয়েছিল? প্রয়োজনীয়তা না থাকলে পদটি বিলুপ্ত করার জন্য কেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন/সুপারিশ করা হয়নি? কেন তা হলে অধিদপ্তরে আবেদন করে সরকারের কর্মঘন্টা নষ্ট করা হলো?
গ) সুপার পদের নিয়োগের নিমিত্তে নিয়োগ বোর্ড গঠন করার পর জানা যায় এমপিও থেকে বরখাস্তকৃত সুপারের নাম কর্তনের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন করা হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত নাম কর্তন না হওয়ায় নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না।	গ) ভারপ্রাপ্ত সুপার হিসেবে সুপারের নাম কর্তনের দায়িত্ব তাঁর নিজের, নিয়োগ বোর্ডে ডিজির প্রতিনিধির জন্য আবেদনও তিনিই করেছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি কীভাবে নাম কর্তন না হওয়ার বিষয়টি পরে জানলেন, যা আগে জানার কথা। নাম কর্তন না হলে কেন নিয়োগ বোর্ডে ডিজির প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য আবেদন করলেন? ৩০০/- স্ট্যাম্পে 'মামলা নাই' মর্মে হলফনামা দেওয়ার পরই ডিজির প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে, তথাপি মামলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে,কেন? আবেদনের সাথে সংযুক্ত এমপিও কপিতে সুপার পদবীতে কর্মরত কাউকে পাওয়া যায়নি, এমনকি সুপার পদের সমবেতন কোডেও কারও নাম দেখা যায়নি; তা হলে কি ভারপ্রাপ্ত সুপার মহোদয় ভূয়া প্রমাণক দাখিল করেছেন? কাজেই, 'এখনও পর্যন্ত নাম কর্তন না হওয়ায় নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না' এই বক্তব্য সঠিক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। বরং সুপারের পদটি দীর্ঘ দিন যাবৎ আঁকড়ে থাকার মানসে নানা অজুহাত সৃষ্টি করে পদটি অকারণে নিয়োগ বিলম্বিত করা হচ্ছে মর্মে স্পষ্ট হয়।

ঘ) শূণ্য পদে সুপার নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত সুপার আগ্রহের সাথে সার্বিক উদ্যোগ চালিয়ে আসছেন। যেমন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান, নিয়োগ বোর্ড গঠণ, ম্যানেজিং কমিটির সাথে যোগাযোগ রাখা এবং নিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা ইত্যাদি।	ঘ) দীর্ঘ দিন যাবৎ পদটি আঁকড়ে রাখা, নিয়োগ বোর্ডে ডিজির প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রাপ্তির পরও দীর্ঘ প্রায় ১০ মাস অতিহবাহিত করায়, তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য সঠিক নয়। ম্যানেজিং কমিটির সাথে যোগাযোগ রাখা এবং নিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়টি অস্পষ্ট ও প্রশ্নবোধক।
ঙ) উদ্যোগ গ্রহণের ফলাফল ইতিবাচক চ) নিয়োগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে	ঙ)-চ) উদ্যোগ দৃশ্যামান না হওয়ায়, বক্তব্য সঠিক নয়।
ছ) ভারপ্রাপ্ত সুপারসহ ম্যানেজিং কমিটি সুপার নিয়োগের জন্য যথেষ্ট আন্তরিক জ) সুপার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান এবং যথাশীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে আশা করি	ছ)-জ) তথ্য প্রদানের জন্য পত্রের তারিখ (১৯.১০.২০১৭খ্রি) এর পর ০৫.১১. ২০১৭খ্রি. তারিখে ভারপ্রাপ্ত সুপার কর্তৃক তথ্য প্রদানের (০৫.১১.২০১৭খ্রি.) পরও প্রায় দেড় মাস অতিবাহিত হতে চলেছে; কিন্তু এখনও পর্যন্ত আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কোন উদ্যোগ দৃশ্যমান হয়নি, বিধায় বক্তব্য গ্রহণ যোগ্য নয়।
ঝ) সুপার নিয়োগে দীর্ঘ সূত্রিতায় ভারপ্রাপ্ত সুপারের কোন অবহেলা নেই।	ঝ) ভারপ্রাপ্ত সুপারের প্রদত্ত বক্তব্য থেকেই সুপার নিয়োগে দীর্ঘ সূত্রিতায় তাঁর অবহেলা সুস্পষ্ট। কাজেই তাঁর এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

এমতাবস্থায়, আগামী ২৬.১২.২০১৭খ্রি. তারিখের মধ্যে সুপার নিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রম গ্রহণ পূর্বক অত্র দপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। ব্যর্থতায় তাঁর (ভারপ্রাপ্ত সুপার) ব্যক্তিগত এমপিও বন্ধসহ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৯-১২-২০১৭

মোহাম্মদ ছরওয়ার আলম মোহাম্মদ ছরওয়ার আলম
পরিচালক

সুপার (ভারপ্রাপ্ত) আল-কারীমুল বারী রহমানিয়া দাখিল মাদরাসা, গ্রাম-মধ্যবাড়েরার পাড়, পোঃ চর ঘাগড়া, সদর, ময়মনসিংহ

স্মারক নম্বর: ৫৭.২৫.০০০০..০০৪.০২.০০৭.১৬.১৫৬/১(৩)

তারিখ: ৫ পৌষ ১৪২৪
১৯ ডিসেম্বর ২০১৭

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলঃ

১) সচিব , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
২) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস, ময়মনসিংহ
৩) সংরক্ষণ নথি, মাশিঅ

১৯-১২-২০১৭

ড. মোঃ আঃ মান্নান মোল্লা
সহকারী পরিচালক